

# China's shopping army reboots Australia retail

REUTERS.

In 2013, student Na Wang began shipping fish oil capsules to China from Sydney to help pay the rent. Now, she's in business, part of a growing army of Chinese shopping agents sending Australian food and diet pills home to feed rampant demand.

Wang, 33, is one of up to 40,000 Chinese 'daigou' in Australia, retail consultants say, using social media and mobile payment apps to buy goods to order for mainland China customers. While daigou first made waves in the West shipping luxuries from Europe like Gucci handbags, the new Australia breed deals in 'white gold' - baby milk formula - and other consumer staples.

More affluent, health-conscious Chinese shoppers want safe Australian goods, a trend stoked by tainted China food supply scandals. This year, brands like formula maker A2 Milk have begun exploring ways to harness the growth of daigou, rather than compete with them, targeting cross-border e-commerce that's seen by consultancy ThinkChina at \$1 trillion this year.

"People in China just love Australian products," said Wang, boxing up an order of Maca Plus, a powder said to boost libido, and detox treatment Fatblaster Coconut. "They like the quality," said Wang, an economics graduate from Shandong province still studying English as she looks for a job. "Nothing is expensive

for them."

It's not all plain sailing for daigou, back home or in Australia. In April, Beijing tightened rules on cross-border online shopping, though in Australia shoppers like Wang say orders haven't been hit.

Meanwhile, at the height of a 2015 boom in demand for milk formula from China, triggered by a food safety scandal, daigou attracted criticism in some Australian media for vacuuming up supply and leaving domestic shoppers empty-handed.

But the scale of the new trade has alerted retail brands to potential new sales via daigou tie-ups that might otherwise be beyond the reach of mid-tier consumer goods makers.

"Everyone's working on it (daigou tie-ups) now, including all the big brands," said Benjamin Sun, director at ThinkChina. "If you think about global markets, what Australia can offer to Chinese online consumers is food, supplement and dairy, not so much fashion and luxury goods."

Daigou - meaning 'on behalf of' in Chinese - establish a network of prospective customers on popular online messaging app WeChat, owned by internet giant Tencent Holdings Ltd.

Some, like Wang, even broadcast their shopping live via WeChat's video service to show buyers the products are genuinely from stores in Australia, not counterfeit Chinese goods.

Wang and her daigou competitors typically charge premiums of about 50 percent above the sticker price on

Australian store shelves. But even allowing for shipping fees, that still means the buyer pays much less for the same product in a Chinese store - assuming it is available.

A bottle of 200 capsules of Blackmores Ltd's Fish Oil is available in Chinese stores at three times the Australian retail price of A\$26.50. Blackmores says about 40 percent of sales came from China - both direct exports and via daigou - but declined to comment on dealings with daigou.

Waiting for shipments are buyers like Lu Jiwei, a thirty-something software worker from Dalian. Lu buys about once a month from three or four daigou suppliers, stocking up on Australian dairy, wine and nutrition products.

"It's a bit more expensive, but not too much more to buy through daigou versus buying Chinese products," said Lu.

"Mainly it's to do with food safety concerns. Food safety standards here are perhaps a bit lower, and then you've got the source of milk because in China it's more likely that it will be affected by air pollution."

The difficulty of doing business in China for smaller would-be exporters has led consultants specialising in Chinese markets to increasingly advise Australian companies to team up with daigou.

Peter Nathan, chief executive of A2 Milk, a New Zealand infant formula maker that also produces in Australia, said the firm was looking at ways to work more closely with daigou.



Syed Asaduzzaman, managing director of Best Electronics Ltd, launches a glass-door deep fridge at a dealer conference of the company. The fridge has a 10-year warranty. Syed Tahmid Zaman Rashik, director, was also present.

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সিভিল সার্জনের কার্যালয়, সাতক্ষীরা

স্মারক নং-সিএস/সাত/শা-১/১৬/১৬২৪

তারিখঃ ১০/০৮/২০১৬ইং

বিষয়- জনাব এ, কে, এম, ফজলুল হক, ষ্টোর কিপার (ডিআরএস) সিভিল সার্জন অফিস, সাতক্ষীরা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৭৯ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা।

সূত্র-পশা/খুবি/শা-২/২০১৬/৮৮১, তারিখ-২৯/০৬/২০১৬খ্রিঃ

## অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি জনাব এ, কে, এম, ফজলুল হক, ষ্টোর কিপার (ডিআরএস), সিভিল সার্জন অফিস, সাতক্ষীরা নিম্নস্বাক্ষরকারীর দাপ্তরিক নির্দেশে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি ষ্টোর ভেরিফিকেশন কমিটি সরজমিনে ষ্টোর ভেরিফিকেশনের নিমিত্তে ষ্টোর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে আপনার কাছে লিখিতভাবে ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরের কাগজপত্র চান। প্রতিউত্তরে আপনি তাদেরকে ষ্টক লেজার, ভাউচার কিছুই দেন নাই। মিথ্যা কথা বলে আপনি উক্ত ভেরিফিকেশন বোর্ডকে জানাইয়াছেন, ষ্টোরের কোন কাগজপত্র আপনার কাছে নাই। উহা প্রাক্তন হিসাবরক্ষকের কাছে জমা আছে। অথচ প্রাক্তন হিসাবরক্ষকের কাছে জানতে চাইলে প্রাক্তন দুইজন হিসাবরক্ষক লিখিতভাবে জানাইয়াছেন যে, ষ্টোর সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র আমাদের কাছে নাই। ইহাতে প্রমাণিত হইল আপনি মিথ্যার আশ্রয় নিয়া কৌশলে যাহাতে ষ্টোর ভেরিফিকেশন না হয় সেজন্য এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় আপনি আপনার দায়িত্ব কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করলেন না। সরকারি দায়িত্ব কর্তব্য সম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করলেন। যাহা শৃংখলা বিঘ্ন করা, দায়িত্ব কর্তব্য সম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করা সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৭৯ এর ৩(এ) এর পরিপন্থী।

দীর্ঘদিন যাবৎ ষ্টোরটি ভেরিফিকেশন না হওয়ায় ০৩ সদস্যবিশিষ্ট ০১টি ভেরিফিকেশন কমিটি গঠন করা হয়। আপনি উক্ত ভেরিফিকেশন বোর্ডের সহিত ভালো আচরণ করেন নাই। আপনার অসৌজন্যমূলক আচরণ শৃংখলাবিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছে, কর্তব্য সম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করেছে। যাহার ফলশ্রুতিতে প্রতি বছর নরমাল বরাদ্দের প্রায় ০৫ কোটি টাকার কোন হিসাব পাওয়া যায় নাই। যাহা সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৭৯ এর ৩(এ) এর পরিপন্থী।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের হাসপাতাল-২, অধিশাখা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকার মাননীয় উপ-সচিব জনাব মোঃ আব্দুল মালেক স্বাক্ষরিত স্মারক নং-৪৫.১৫৫.০৫৬.০০.০০.০১.২.২০১৩.৫৪৯ তাং-১৪/৭/২০১৪ (২০১৪-২০১৫) অর্থ বৎসরে সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজের জন্য ক্রয়কৃত ৭,৯৯,৯৮,৬৪৫/= (সাত কোটি নিরানব্বই লক্ষ আটানব্বই হাজার ছয়শত পঁয়তাল্লিশ) টাকার এমএসআর সামগ্রী সিভিল সার্জন অফিসে গ্রেপণ করা হয় সদর হাসপাতালসহ অন্যান্য উপজেলায় বিতরণ করার জন্য। কিন্তু আপনি উক্ত এমএসআর সামগ্রী কোথায় বিতরণ করেছেন তার কোন কাগজপত্র এই অফিসে না থাকায় ষ্টোর ভেরিফিকেশন বোর্ড ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরের সিভিল সার্জন অফিস হইতে সদর হাসপাতাল এবং অন্যান্য উপজেলায় কি কি এমএসআর সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে উহার ভাউচার সংগ্রহ করেন। দেখা গেল উক্ত এমএসআর সামগ্রী আপনি কোথাও বিতরণ করেন নাই। যার মূল্য ৭,৯৯,৯৮,৬৪৫/= (সাত কোটি নিরানব্বই লক্ষ আটানব্বই হাজার ছয়শত পঁয়তাল্লিশ) টাকা। প্রমাণিত হলো, পুরো টাকাটাই আপনি আত্মসাৎ করেছেন। যাহা আপনি আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পাদন করেন নাই। যাহা সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৭৯ এর ৩(এ) এর পরিপন্থী।

আপনার আচার-আচরণ আদৌও সন্তোষজনক নহে। আপনি ভেরিফিকেশন বোর্ডের সহিত ভাল আচরণ করেন নাই। আপনার অসৌজন্যমূলক আচরণ, বিভিন্ন অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতা শৃংখলা পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৭৯ এর ৩(এ) এর পরিপন্থী।

জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা মহোদয়ের প্রতিনিধি, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃপঃ কর্মকর্তা, সদর, সাতক্ষীরা ও মেডিকেল অফিসার, সিভিল সার্জন অফিস, সাতক্ষীরা সরেজমিনে ষ্টোরটি পরিদর্শন করিয়া প্রায় ০১ কোটি টাকার মেয়াদ উত্তীর্ণ ষ্টক সনাক্ত করেন। যাহা আপনি সময় থাকতে বিতরণ করেননি। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, আপনি আপনার দায়িত্ব কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পাদন করেননি। যাহা সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৭৯ এর ৩(এ) ধারা লংঘন করিয়াছেন।

অত্র দপ্তর স্মারক নং-সিএস/সাত/শা-০১/২০১৬/১১০৫/১(৬), তারিখ-০৭/০৬/২০১৬ মোতাবেক আপনাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু বরখাস্ত হওয়ার পর অদ্যাবধি আপনি আপনার বরখাস্তকালীন সময়ে নির্ধারিত হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করিতে আসেন না। আপনি নিজ কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন। যাহা সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৭৯ এর ৩(বি) এর পরিপন্থী।

এক্ষণে সেহেতু আপনাকে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৭৯ মোতাবেক ৩(এ) এবং ৩(বি) ধারার অধিকৃত করা হলো। কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথাযথকৃত কোন দণ্ড প্রদান করা হবে না, এ নোটিশ প্রাপ্তির ০৫ কর্মদিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট এ বিষয়ে কারন দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত স্তানি চান কিনা তাও জানতে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অভিযোগ বিবরণী এতদসংগে সংযুক্ত করা হল।

ডাঃ উৎপল কুমার দেবনাথ  
সিভিল সার্জন, সাতক্ষীরা  
ফোন নং-০৪৭১-৬৩৫০২

প্রতি

এ কে এম ফজলুল হক  
ষ্টোর কিপার (ডিআরএস)  
সাময়িক বরখাস্ত  
সিভিল সার্জন অফিস, সাতক্ষীরা

## অভিযোগ বিবরণী

যেহেতু, আপনি জনাব এ, কে, এম, ফজলুল হক, ষ্টোর কিপার (ডিআরএস), সিভিল সার্জন অফিস, সাতক্ষীরা নিম্নস্বাক্ষরকারীর দাপ্তরিক নির্দেশে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি ষ্টোর ভেরিফিকেশন কমিটি সরজমিনে ষ্টোর ভেরিফিকেশনের নিমিত্তে ষ্টোর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে আপনার কাছে লিখিতভাবে ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরের কাগজপত্র চান। প্রতিউত্তরে আপনি তাদেরকে ষ্টক লেজার, ভাউচার কিছুই দেন নাই। মিথ্যা কথা বলে আপনি উক্ত ভেরিফিকেশন বোর্ডকে জানাইয়াছেন, ষ্টোরের কোন কাগজপত্র আপনার কাছে নাই। উহা প্রাক্তন হিসাবরক্ষকের কাছে জমা আছে। অথচ প্রাক্তন হিসাবরক্ষকের কাছে জানতে চাইলে প্রাক্তন দুইজন হিসাবরক্ষক লিখিতভাবে জানাইয়াছেন যে, ষ্টোর সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র আমাদের কাছে নাই। ইহাতে প্রমাণিত হইল আপনি মিথ্যার আশ্রয় নিয়া কৌশলে যাহাতে ষ্টোর ভেরিফিকেশন না হয় সেজন্য এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় আপনি আপনার দায়িত্ব কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করলেন না। সরকারি দায়িত্ব কর্তব্য সম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করলেন। যাহা শৃংখলাবিঘ্ন করা, দায়িত্ব কর্তব্য সম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করা সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৭৯ এর ৩(এ) এর পরিপন্থী।

দীর্ঘদিন যাবৎ ষ্টোরটি ভেরিফিকেশন না হওয়ায় ০৩ সদস্যবিশিষ্ট ০১টি ভেরিফিকেশন কমিটি গঠন করা হয়। আপনি উক্ত ভেরিফিকেশন বোর্ডের সহিত ভালো আচরণ করেন নাই। আপনার অসৌজন্যমূলক আচরণ শৃংখলাবিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছে, কর্তব্য সম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করেছে। যাহার ফলশ্রুতিতে প্রতি বছর নরমাল বরাদ্দের প্রায় ০৫ কোটি টাকার কোন হিসাব পাওয়া যায় নাই। যাহা সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৭৯ এর ৩(এ) এর পরিপন্থী।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের হাসপাতাল-২, অধিশাখা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকার মাননীয় উপ-সচিব জনাব মোঃ আব্দুল মালেক স্বাক্ষরিত স্মারক নং-৪৫.১৫৫.০৫৬.০০.০০.০১.২.২০১৩.৫৪৯ তাং-১৪/৭/২০১৪ (২০১৪-২০১৫) অর্থ বৎসরে সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজের জন্য ক্রয়কৃত ৭,৯৯,৯৮,৬৪৫/= (সাত কোটি নিরানব্বই লক্ষ আটানব্বই হাজার ছয়শত পঁয়তাল্লিশ) টাকার এমএসআর সামগ্রী সিভিল সার্জন অফিসে গ্রেপণ করা হয় সদর হাসপাতালসহ অন্যান্য উপজেলায় বিতরণ করার জন্য। কিন্তু আপনি উক্ত এমএসআর সামগ্রী কোথায় বিতরণ করেছেন তার কোন কাগজপত্র এই অফিসে না থাকায় ষ্টোর ভেরিফিকেশন বোর্ড ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরের সিভিল সার্জন অফিস হইতে সদর হাসপাতাল এবং অন্যান্য উপজেলায় কি কি এমএসআর সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে উহার ভাউচার সংগ্রহ করেন। দেখা গেল উক্ত এমএসআর সামগ্রী আপনি কোথাও বিতরণ করেন নাই। যার মূল্য ৭,৯৯,৯৮,৬৪৫/= (সাত কোটি নিরানব্বই লক্ষ আটানব্বই হাজার ছয়শত পঁয়তাল্লিশ) টাকা। প্রমাণিত হলো, পুরো টাকাটাই আপনি আত্মসাৎ করেছেন। যাহা আপনি আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পাদন করেন নাই। যাহা সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৭৯ এর ৩(এ) এর পরিপন্থী।

আপনার আচার-আচরণ আদৌও সন্তোষজনক নহে। আপনি ভেরিফিকেশন বোর্ডের সহিত ভাল আচরণ করেন নাই। আপনার অসৌজন্যমূলক আচরণ, বিভিন্ন অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতা শৃংখলা পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৭৯ এর ৩(এ) এর পরিপন্থী।

জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা মহোদয়ের প্রতিনিধি, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃপঃ কর্মকর্তা, সদর, সাতক্ষীরা ও মেডিকেল অফিসার, সিভিল সার্জন অফিস, সাতক্ষীরা সরেজমিনে ষ্টোরটি পরিদর্শন করিয়া প্রায় ০১ কোটি টাকার মেয়াদ উত্তীর্ণ ষ্টক সনাক্ত করেন। যাহা আপনি সময় থাকতে বিতরণ করেননি। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, আপনি আপনার দায়িত্ব কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পাদন করেননি। যাহা সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৭৯ এর ৩(এ) ধারা লংঘন করিয়াছেন।

অত্র দপ্তর স্মারক নং-সিএস/সাত/শা-০১/২০১৬/১১০৫/১(৬), তারিখ-০৭/০৬/২০১৬ মোতাবেক আপনাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু বরখাস্ত হওয়ার পর অদ্যাবধি আপনি আপনার বরখাস্তকালীন সময়ে নির্ধারিত হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করিতে আসেন না। আপনি নিজ কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন। যাহা সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৭৯ এর ৩(বি) এর পরিপন্থী।

এক্ষণে সেহেতু আপনাকে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৭৯ মোতাবেক ৩(এ) এবং ৩(বি) ধারার অধিকৃত করা হলো।

ডাঃ উৎপল কুমার দেবনাথ  
সিভিল সার্জন, সাতক্ষীরা  
ফোন নং-০৪৭১-৬৩৫০২

জিডি-১৬৩৪



M Nazeem A Choudhury, head of consumer banking at Eastern Bank, and Shahnaz Humayun, director for marketing at Thyrocare Bangladesh Ltd, exchange the signed papers of a deal at a programme in Dhaka. The bank's card members will enjoy 25 percent discount on laboratory tests and 50 percent discount on home collection service charge at Thyrocare.

## বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো)

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর  
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

ফোন : ৮৮০-২-৯১১০১৭৪১  
৮৮০-২-৯১১০৩২৭১  
৮৮০-২-৯১২২৪৭৯  
E-mail : admin@sparsso.gov.bd  
Web : www.sparsso.gov.bd

### দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ১। মন্ত্রণালয়/বিভাগ                  | ঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়  |
| ২। এজেন্সি                            | ঃ বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো)।  |
| ৩। সংগ্রহকারী দপ্তরের নাম             | ঃ বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) মহাকাশ বিজ্ঞান ভবন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ |
| ৪। কাজের বিবরণ                        | ঃ Duplo Digital Duplicator মেশিন।   |
| ৫। বিজ্ঞপ্তি সূত্র নং                 | ঃ এস, আর/এস, পি-৯৪/২০১০-২০১৪(খস-৯)/৪৪৬০   |
| ৬। তারিখ                              | ঃ ১১-০৮-২০১৬  |
| ৭। সংগ্রহ পদ্ধতি                      | ঃ খোলা দরপত্র   |
| ৮। ব্যাজেট এবং তহবিল উৎস              | ঃ রাজস্ব ব্যাজেট  |
| ৯। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচারের তারিখ    | ঃ ১২-০৮-২০১৬  |
| ১০। দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময় | ঃ ২৭-০৮-২০১৬ বেলা ৪:০০ টা   |
| ১১। দরপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়   | ঃ ২৮-০৮-২০১৬ ইং বেলা ১২:০০ টা   |
| ১২। দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়         | ঃ ২৯-০৮-২০১৬ ইং বেলা ২:০০ টা  |
| ১৩। দরপত্র বিক্রয়ের ঠিকানা           | ঃ হিসাব শাখা, বাংলাদেশ স্পারসো, মহাকাশ বিজ্ঞান ভবন, প্রশাসনিক ভবন, কক্ষ নং- ২১৭।                                    |
| ১৪। দরপত্র খোলার স্থান                | ঃ সভাকক্ষ, প্রশাসনিক ভবন (৩য় তলা), মহাকাশ বিজ্ঞান ভবন, আগারগাঁও শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।                         |
| ১৫। দরপত্র দলিলের বিক্রয় মূল্য       | ঃ ৫০০/- (পাঁচ শত) টাকা (অফেরৎ যোগ্য)  |
| ১৬। দরপত্রের জামানত                   | ঃ দরপত্রে উল্লেখিত মোট টাকার ১০% হারে চেয়ারম্যান, স্পারসোর বরাবরে পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট আকারে জমা দিতে হবে।     |
| ১৭। কাজ/সরব রাহ সমাপ্তি সময়          | ঃ ১৫(পনেরা) দিন।  |
| ১৮। দরপত্র আহ্বানকারী কর্মকর্তার নাম  | ঃ সুনীতি কুমার চাকমা।   |
| ১৯। আহ্বানকারীর কর্মকর্তার পদবী       | ঃ স্টোর এন্ড প্রকিউরমেন্ট অফিসার  |
| ২০। দরপত্র আহ্বানকারীর ঠিকানা         | ঃ ঐ   |
| ২১। দরপত্র আহ্বানকারীর ফোন            | ঃ ফোন : ৯১৪১৬০৪।  |

২২। দরপত্র আহ্বান ও দরপত্র গ্রহণ পি পি এ - ২০০৬ এবং পি পি আর ২০০৮ অনুযায়ী হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে সকল দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

*(স্বাক্ষর)*  
১১/০৮/২০১৬

(সুনীতি কুমার চাকমা)  
স্টোর এন্ড প্রকিউরমেন্ট অফিসার  
ফোন - ৯১৪১৬০৪